যুগান্তর

তারিখ 20-MAR-2012
পৃঃ ৪ কলাম ৭

মডেল স্কুল প্রকল্পে অনিয়ম

সারাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪৬৫ কোটি টাকার মডেল স্কুলের অবকাঠামো তথা ভবন নির্মাণ এবং কম্পিউটারসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি ধরা পড়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সরেজমিন প্রতিবেদনেই উঠে এসেছে এসব ভয়াবহ দুর্নীতি-অনিয়মের চিত্র। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি নির্দেশে গ্রহণ করা হয় প্রকল্পটি। এর আওতায় দেশের ৪৮০টি উপজেলা সদরের ৩৬০টিতে একটি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং যেসব উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আধুনিক তথ্য কম্পিউটার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে দুঃখজনক হল, মহাজোট নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসার পরই পাল্টে যেতে থাকে প্রকল্পের নীতিমালা, বাজেট বরাদ্দ সর্বোপরি স্কুল ও উপজেলা নির্বাচন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেতে থাকে ব্যাপক দলীয়করণসহ সরকারদলীয় মন্ত্রী-এমপিদের দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। একদিকে প্রকল্পের বরাদ্দ কাটছাঁট হতে থাকে অন্যদিকে অবকাঠামোসহ যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে চলতে থাকে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি। স্থানীয় চাহিদা নিরূপণসহ স্কুলের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার না করে বিভিন্ন স্থানে চলতে থাকে একই রকম বিল্ডিং নির্মাণের কাজ। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, এতে কম খরচের যৌক্তিক অজুহাতে প্রায় অবাধে চলতে থাকে ঠিকাদারদের কমিশন বাণিজ্য। জানা যায়, অলিখিত নিয়মানুযায়ী বিল পাওয়ার আগেই ঠিকাদাররা ২ শতাংশ কমিশন দিয়ে থাকে। অনুরূপ চলেছে কম্পিউটারসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রেও। একে তো সরবরাহ করা হয়েছে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি, তদুপরি সংরক্ষণের অভাবে সেসব বিনষ্টও হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতিসহ কমিশন বাণিজ্যের এই নয়ছয় খেলা দেশে অবশ্য নতুন নয়। সরকারি প্রায় সব প্রকল্পে অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে যে এই খেলা প্রায় অবাধে চলে থাকে, তা প্রায় ওপেন সিক্রেট। এতে একদিকে যেমন বিপুল অংকের অর্থের অপচয় হয়, অন্যদিকে প্রশ্রয় পায় অনিয়ম-দুর্নীতি। তবে তা যখন কলুষিত করে তোলে পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে, তখন সেটি গভীর চিন্তার বিষয় বৈকি। সারাদেশে মডেল স্কুল প্রকল্পের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। এতে করে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, দেশাপড়ার মানও বাড়েনি। বরং একশ্রেণীর ঠিকাদার ও দলীয় লোকজনের পকেট ভারি হয়েছে আর বঞ্চিত থেকেছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা সচিবের বিষয়টি জানা নেই বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকলেও খোদ মাউশি লিখিত প্রতিবেদনটি তিনি আমলে নেবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এটাই কাম্য। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি কাম্য নয় কোন অবস্থাতেই।